ফাযায়েল ও মাসায়েলে রমাযান

মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী
সহকারী মুফতী, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, চট্টগ্রাম।

ফাযায়েল ও মাসায়েলে রমাযান

রচনায়:
মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী
মুতাখাসসিস ফিল হাদীস ওয়াল ফিকহ
সহকারী মুফতী- দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ
গফুর ভিউ এ/১৫৫৫, রাজাখালী, চাক্তাই, চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৯১৭-০৭২৯৩৫, ০১৮১২-৫১৯৫৮৯

সর্বস্বত্ব:
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশক:
জনাব অলিয়ার রহমান রহ. স্মরণে
মুফতি অহিদ ইসলামী গবেষণাগার কৈখালী, সদর, যশোর।

প্রকাশকাল:
১০ মার্চ ২০১৬ ঈসায়ী, ২৯ জুমাদাল উ'লা ১৪৩৭ হিজরী

কম্পিউটার: অকিল উদ্দিন সোহাগ
মূল্য: ২০ (বিশ) টাকা মাত্র।

Fajael O Masaele ramadan

By: **Mufti Wakil Uddin Jessoree**
Specialist in Hadith & Islamic law.
Assistant Mufti: darul ifta khadimul quran was sunnah, Chittagong.

Price : 20/- Tk Only.

.

ফাযায়েলে রমযান

মহান রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদেরর উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্বপর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পার।
সুরা বাকারা আয়াত ১৮৯।

উপরোক্ত আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, রোযা ইবাদতটি শুধুমাত্র হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার উম্মতের উপর ফরয করা হয়নি বরং তা পূর্বের নবী, রাসূল ও তাদের উম্মতের উপরও ফরয ছিল।

আর রোযা রাখার জন্য পবিত্র রমযানকে নির্ধারিত করা হয়েছে। কেননা এ মাসের কিছু বৈশিষ্ট রয়েছে। যেমন মহান রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেন-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

রমযান মাসই হল যে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হিদায়েত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। সুরা বাকারা আয়াত ১৮৫।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ وَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলূল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- রোযা ঢাল স্বরূপ। সুতরাং অশ্লীলতা করবে না এবং মুর্খের মত কাজ করবে না। যদি কেউ ঝগড়া করতে চায়, তাকে গালি দেয়, তবে সে যেন দুই বার বলে, আমি রোযা পালন করছি। ঐ সত্তার কসম শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, অবশ্যই রোযা পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের গন্ধের চাইতেও উৎকৃষ্ট, সে আমার জন্য আহার, পান ও কামাচার পরিত্যাগ করে। সিয়াম আমারই জন্য। তাই এর পুরস্কার আমি নিজেই দান করব। আর প্রত্যেক নেক কাজের বিনিময় দশ গুণ।

বুখারী ৩/২৩৮-২৩৯ হা. ১৭৭৩ রোযা অধ্যায়, রোযার ফযীলত।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِينُ

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- রমযান আসলে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় আর শৃঙ্খলিত করে দেওয়া হয় শয়তানগুলোকে ।

বুখারী ৩/২৪১ হা. ১৭৭৮ রোযা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ- রমযান বলা হবে, না রমযান মাস বলা হবে?

عَنْ سَهْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ

হযরত সাহল রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- জান্নাতে রায়্যান নামক একটি দরজা আছে। এ দরজা দিয়ে কিয়ামতের দিন সাওম পালনকারীরাই প্রবেশ করবে। তাদের ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবেনা। ঘোষণা দেওয়া হবে, সাওম পালনকারীরা কোথায়? তখন তারা দাঁড়াবে। তারা ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। তাদের প্রবেশের পরই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। যাতে এ দরজাটি দিয়ে আর কেউ প্রবেশ না করে।

বুখারী ৩/২৪০ হা. ১৭৭৫ রোযা অধ্যায়, রোযা পালনকারীর জন্য রায়্যান পরিচ্ছেদ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- যে ব্যাক্তি লায়লাতুল কদরে ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রাত জেগে ইবাদত করে, তার পিছনের সমস্ত গোনাহ মাফ ক্ষমা করা হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমানসহ সওয়াবের

আশায় রামযানের রোযা পালন করবে, তারও অতীতের সমস্ত গোনাহ মাফ করা হবে।

বুখারী ৩/২৪২ হা. ১৭৮০ রোযা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ- যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় নিয়তসহ সিয়াম পালন করবে।

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيْمٌ شَهْرٌ مُبَارَكٌ شَهْرٌ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ جَعَلَ اللهُ صِيَامَهُ فَرِيْضَةً وَقِيَامَ لَيْلِه تَطَوُّعًا مَنْ تَقَرَّبَ فِيْهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ وَمَنْ أَدَّى فَرِيْضَةً فِيْهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ

হযরত সালমান ফারসী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শা'বানের শেষ তারিখে খুৎবা দিতে গিয়ে বলেন- হে লোকসকল! তোমাদের জন্য এমন একটি মর্যাদাশীল মুবারক মাস ছায়া স্বরূপ আসতেছে, যার মধ্যে শবে ক্বদর নামে একটি রাত আছে, যা হাজার মাস থেকেও উত্তম। আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রোযা ফরয করেছেন এবং রাত্রি জাগরণ অর্থাৎ তারাবীহ পড়াকে তোমাদের জন্য সওয়াবের কাজ করেছেন। যে ব্যক্তি এই মাসে কোন নফল নামায আদায় করল সে যেন রমযানের বাইরে একটি ফরয আদায় করল। আর যে ব্যক্তি এই মাসে একটি ফরয আদায় করল, সে যেন অন্য মাসে সত্তরটি ফরয আদায় করল।

শুআবুল ঈমান বায়হাকী ৩/৩০৫ হা. ৩৬০৮ তেইশতম অধ্যায়, রমযান মাসের ফযিলত।

عَنْ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : احْضُرُوْا الْمِنْبَرَ فَحَضَرْنَا فَلَمَّا ارْتَقَى دَرْجَةً قَالَ : آمِيْنُ فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّانِيَةَ قَالَ

: آمِيْن فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّالِثَةَ قَالَ : آمِيْن فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ لَقَدْ سَمِعْنَا مِنْكَ الْيَوْمَ شَيْئًا مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ قَالَ : إِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَرَضَ لِيْ فَقَالَ : بُعْدًا لِمَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانُ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ قُلْتُ آمِيْن فَلَمَّا رَقِيْتُ الثَّانِيَةَ قَالَ بُعْدًا لِمَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ قُلْتُ آمِيْن فَلَمَّا رَقِيْتُ الثَّالِثَةَ قَالَ بُعْدًا لِمَنْ أَدْرَكَ أَبْوَاهُ الْكِبَرَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ قُلْتُ آمِيْن هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَاد

হযরত কা'ব ইবনে উজরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- তোমরা মিম্বারের নিকটবর্তি হও, আমরা হাজির হলাম। অতপর রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মিম্বারের প্রথম সিড়িতে পা মুবারক রাখলেন তখন "আমীন" (হে আল্লাহ আপনি কবুল করুন) বললেন। এরপর যখন দ্বিতীয় সিড়িতে পা মুবারক রাখলেন, তখনও "আমীন" (হে আল্লাহ আপনি কবুল করুন) বললেন। তারপর যখন তৃতীয় সিড়িতে পা মুবারক রাখলেন, তখনও "আমীন" (হে আল্লাহ আপনি কবুল করুন) বললেন। রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা শেষে যখন মিম্বার থেকে নেমে এলেন, আমরা বললাম ইয়া রাসুলাল্লাহ! আজ আপনার কাছ থেকে যা শুনেছি তা ইতোপূর্বে কখনও শুনিনি। রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন: জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আমার সামনে এসে আরয করলেন- ধ্বংস হোক ঐ ব্যক্তি যে রমযান পেল অথচ তার গুণাহ মাফ হলো না। আমি বললাম "আমীন" (আল্লাহ কবুল করুন)। তারপর যখন দ্বিতীয় সিড়িতে পা রাখলাম তখন বলল ধ্বংস হোক ঐ ব্যক্তি যার সামনে আমার নাম উচ্চারণ করা হল, অথচ সে আপনার উপর দরুদ পাঠ করল না। আমি বললাম "আমীন" (আল্লাহ কবুল করুন)। আর যখন তৃতীয় সিড়িতে পা রাখলাম তখন বলল ধ্বংস হোক ঐ ব্যক্তি যার সম্মুখে তার বার্ধক্যজনিত পিতা-মাতাকে

পেল, অথচ তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারলনা, আমি বললাম "আমীন" (আল্লাহ কবুল করুন)। হাদীসটির সনদ সহীহ। আলমুস্তাদরাক ৪/১৭০ হা. ৭২৫৬ সৎ ব্যবহার ও সম্পর্ক রক্ষা পরিচ্ছেদ।

এছাড়াও রমযান মাসে অনেক ফযীলত রয়েছে।

রোযা ও তার বিধান

রোযাকে আরবীতে صَوْم বলে।

صَوْم বা রোযার আভিধানিক অর্থ হলো, الامساك। বিরত থাকা।

পরিভাষায়-

عِبَارَةٌ عَنْ تَرْكِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ مِنْ الصُّبْحِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ بِنِيَّةِ التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ

সুবহে সাদিক হতে সুর্যাস্ত পর্যন্ত খানা-পিনা, স্ত্রী-সম্ভোগ ও অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকা।

আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/১৯৪ রোযা অধ্যায়, প্রথম পরিচ্ছেদ।

আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদেরর উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্বপর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পার। সুরা বাকারা আয়াত ১৮৯।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

হযরত ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি। ১. আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মাদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল- এ কথার সাক্ষ্য দান। ২. নামায আদায় করা। ৩. যাকাত দেওয়া। ৪. হজ্জ করা। ৫. রমযানের রোযা রাখা। বুখারী ১/১৬ ঈমান অধ্যায়, পরিচ্ছেদ- রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণি- ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি।

* রমযানে রোযা রাখা প্রত্যেক মুসলিম, জ্ঞানসম্পন্ন, প্রাপ্তবয়স্ক, মুকিম, সুস্থ ও হায়েয নেফাস থেকে পবিত্র ব্যক্তির উপর ফরয।
আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/১৯৫ রোযা অধ্যায়, প্রথম পরিচ্ছেদ।
* সুবহে সাদেকের সময় রোযার নিয়ত করবে। নিয়ম করতে মনে না থাকলে সূর্য ঢলার পূর্বেই নিয়ত করে নিবে। নিয়তের জন্য কোন দুআ মুখে পড়া জরুরী নয়। কেননা নিয়ত হল মনের পূর্ণ ইচ্ছা পোষণ করা।
আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/১৯৫ রোযা অধ্যায়, প্রথম পরিচ্ছেদ।

* কাফের, পাগল, নাবালেগ, মুসাফির, অসুস্থ ও হায়েয নেফাস ব্যক্তির উপর রোযা ফরয নয়। তবে মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তির জন্য সফরের অবস্থায় ও অসুস্থ অবস্থায় রোযা রাখা ফরয নয়। কিন্তু সুস্থ ও মুকিম হলে তাদের জন্য কাযা রোযা রাখা ফরয। তবে তারা যদি

অসুস্থ ও সফর অবস্থায় রোযা আদায় করে, তবে তাদের জন্য রোযার ফরয আদায় হয়ে যাবে।
আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/১৯৫,২০৮ রোযা অধ্যায়, প্রথম,পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

* আর অতিবৃদ্ধ যিনি রোযা রাখার শক্তি রাখেনা, এমন ব্যক্তি পরবর্তীতে সুস্থ হলে উক্ত রোযা আদায় করতে হবে। আর যদি সুস্থ না হয়, তবে তার জন্য রোযার ফিদয়া আদায় করবে।
আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/২০৭ রোযা অধ্যায়, পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রোযার সুন্নাত ও মুস্তাহাব

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ.

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- কতইনা সুন্দর মু'মিনের সাহরী খেজুর।
সুনানে আবী দাউদ ২/২৭৫ হা. ২৩৪৭ রোযা অধ্যায়, সাহরীকে যারা নাস্তা হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

* সাহরী খাওয়া সুন্নাত।

عَنْ أَنَس بْن مَالِك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- তোমরা সাহরী খাও, কেননা তাতে বরকত রয়েছে।

বুখারী ৩/২৫০ হা. ১৮০১ রোযা অধ্যায়, সাহরীতে বরকত রয়েছে কিন্তু তা ওয়াজিব নয় পরিচ্ছেদ।

* তাড়াতাড়ি ইফতার করা সুন্নাত। তবে তা সুর্য অস্তমিত হওয়ার পর। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে সুর্য অস্তমিত হয়নি বলে প্রমাণিত হলে রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং তার কাযা আদায় করতে হবে।
আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/১৯৪ রোযা অধ্যায়, প্রথম পরিচ্ছেদ।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

সাহল ইবনে সাদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- লোকেরা যতদিন যাবত ওয়াক্ত হওয়ামাত্র ইফতা করবে, ততদিন তারা কল্যাণের উপর থাকবে।
বুখারী ৩/২৬৮ হা. ১৮৩৩ রোযা অধ্যায়, ইফতার তরান্বিত করা পরিচ্ছেদ।

* ইফতারের সময় এ দুআ কবুল হয়-
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الله يَقُولُ عِنْدَ فِطْرِهِ : اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে আস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- সাওম পালনকারীর ইফদারের সময় দুআ রদ হয় না। হযরত ইবনে মুলায়কা রহ. বলেন- আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. কে ইফতারের সময় বলতে শুনেছি। (অর্থ) হে আল্লাহ! আমি আপনার

রহমত চাচ্ছি, যা সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত করে আছে। যাতে আপনি আমাকে ক্ষমা করেন।

সুনানে ইবনে মাজাহ ২/১২০ হা. ১৭৫৩ রোযা অধ্যায়, রোযা পালনকারীর দুআ রদ হয় না পরিচ্ছেদ।

* ইফতারের সময় এ দুআ পড়বে-

عَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ.

হযরত মুআয ইবনে যুহরা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইফতারের সময় এ দুআ পড়তেন- (অর্থ) হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য রোযা রেখেছি এবং তোমারই রিযিক দ্বারা ইফতার করছি।

সুনানে আবু দাউদ ৩/২৪৭ হা. ২৩৫০ রোযা অধ্যায়, ইফতারের সময় কি বলতে হবে পরিচ্ছেদ।

* অন্যকে ইফতার করানো সওয়াবের কাজ-

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ لاَ يَنْتَقِصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، وَمَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ لاَ يَنْتَقِصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا.

যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- যে ব্যাক্তি রোযা পালনকারীকে ইফতার করায়, তার জন্য রয়েছে অনুরূপ সওয়াব; আর এতে কারো সওয়াবের কিছুই কম হবে না।

সুনানে ইবনে মাজাহ ২/১১৮ হা. ১৭৪৬ রোযা অধ্যায়, রোযা পালনকারীকে ইফতার করানোর সওয়াব পরিচ্ছেদ।

রোযার মাকরুহ

রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও সে অনুযায়ী আমল বর্জন করেনি, তার এ পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।

বুখারী ৩/২৪২-২৪৩ হা. ১৭৮২ রোযা অধ্যায়, রোযা পালনের সময় মিথ্যা বলা ও সে অনুযায়ী আমল বর্জন না করা।

* রোযাদারের জন্য মিথ্যা বলা, গীবত করা, অশ্লীল কাজ করা, অশ্লীল কথা বলা, গালিগালাজ করা, গান শুনা, সিনেমা ভিডিও দেখা, ইত্যাদি মাকরুহ।

আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/২০৬ রোযা অধ্যায়, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয় প্রকার, কতিপয় মাসায়েল।

* ওযর ব্যতিত কোন জিনিস চিবানো বা আস্বাদন করা মাকরুহ। তবে স্বামী বদমেজাজি হলে, খাবারের স্বাদ নিয়ে কঠোর হলে তা চিহবা দ্বারা তরকারীর স্বাদ দেখার অবকাশ রয়েছে।

আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/১৯৯ রোযা অধ্যায়, তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

* অযুতে কুলি করতে ও নাকে পানি দিতে অধিক পরিমাণে পানি পৌঁছানো মাকরুহ।

আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/১৯৯ রোযা অধ্যায়, তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

* মুখের ভিতর থুথু জমা করে তা গিলে ফেলা মাকরুহ।
আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/১৯৯ রোযা অধ্যায়, তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

* সহবাসের প্রতি পূর্ণ আগ্রহ নিয়ে চুম্বন করা মাকরুহ। তবে কামভাব ও বীর্য নির্গত হওয়ার আশংকা না থাকলে চুম্বন করাতে কোন ক্ষতি নেই।
আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/২০০ রোযা অধ্যায়, তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

* টুথপেষ্ট বা মাজন দ্বারা দাঁত মাজা মাকরুহ। যদি তা পেটে চলে যায় তবে রোযা ভেঙ্গে যাবে।
রদ্দুল মুহতার ২/৩৯৫ রোযা অধ্যায়, যেসব কারণে রোযা ভঙ্গ হয় এবং যেসবা কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না পরিচ্ছেদ।

যেসব কারণে রোযা ভাঙ্গেনা

* রোযাদার ভুলে কোন কিছু খেয়ে ফেললে, পান করলে রোযার ক্ষতি হবে না।
আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/২০২ রোযা অধ্যায়, চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

* রোযাবস্থায় মিসওয়াক করার দ্বারা রোযার কোন ক্ষতি হয়না।
আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/১৯৯ রোযা অধ্যায়, তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

* রোযাবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে রোযা ভাঙ্গবেনা।
আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/২০০ রোযা অধ্যায়, তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

* রোযাদার কোন মহিলার দিকে দৃষ্টিপাত করাকালে তার বীর্যপাত হয়ে গেলে রোযা ভাঙ্গবেনা।
আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/২০৪ রোযা অধ্যায়, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, প্রথম প্রকার।

* ইঞ্জেকশন করলে রোযা ভাঙ্গবেনা।
আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/২০০ রোযা অধ্যায়, তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

* তেল ব্যবহার করলে রোযা ভাঙ্গবেনা।
আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/২০৩ রোযা অধ্যায়, চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

* আতর খশবু ব্যবহার করার দ্বারা রোযার ক্ষতি হয় না।
আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/২০৩ রোযা অধ্যায়, চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

* দাঁতের মাঝে চনা বা ছোলা পরিমাণের চেয়ে কম কোন কিছু থাকলে অতপর তা খেয়ে ফেললে রোযা ভাঙ্গবে না।
আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/২০২ রোযা অধ্যায়, চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

* রোযাবস্থায় সাপে কাটলে, বমি হলে রোযা ভাঙ্গবে না।
আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/২০৩-২০৪ রোযা অধ্যায়, চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

* মিথ্যা কথা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, চোগলখুরি করা, গীবত ইত্যাদি করার দ্বারা রোযা ভাঙ্গেনা তবে তার দ্বারা মাকরুহ হয়।
আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/২০৬ রোযা অধ্যায়, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয় প্রকার, কতিপয় মাসায়েল।

* কোন ঔষধের মাধ্যমে হায়েয বন্ধ রেখে পরিপূর্ণ রমযান মাসে রোযা আদায় করলে রোযা আদায় হবে। তবে শারীরিক ক্ষতি হলে ঐ জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করা মাকরুহ।

সেসব কারণে রোযা ভেঙ্গে যায় এবং কাযা করতে হয়

* রোযাদারকে জোরপূর্বক ও ক্ষতিসাধনের হুমকি দিয়ে খাওয়ালে রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং তার জন্য কাযা রাখতে হবে।
আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/২০২ রোযা অধ্যায়, চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

* রাত আছে মনে করে স্ত্রী সহবাস অবস্থায় সুবহে সাদেক হয়েছে বলে প্রমাণিত হলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। কাযা আদায় করতে হবে।
আদ্দুররুল মুখতার ২/৩৯৯ রোযা অধ্যায়, যেসব কারণে রোযা ভঙ্গ হয় এবং যেসবা কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না পরিচ্ছেদ।

* রোযা স্বরণে থাকাবস্থায় কুলে করতে পানি পেটে পৌঁছলে রোযা ভেঙ্গে যাবে, তার জন্য কাযা করতে হবে।
আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/২০২ রোযা অধ্যায়, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, প্রথম পরিচ্ছেদ।

* কোন ব্যক্তি রোযাদারের দিকে কোন কিছু নিক্ষেপ করার পর তা রোযাদারের কণ্ঠনালীতে চলে গেলে রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং কাযা আদায় করতে হবে।
আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/২০২ রোযা অধ্যায়, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, প্রথম প্রকার।

* দাঁতের মাঝে চনা বা ছোলা পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি কোন কিছু থাকলে অতপর তা খেয়ে ফেললে রোযা ভেঙ্গে যাবে। এর জন্য কাযা করতে হবে।
আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/২০২ রোযা অধ্যায়, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, প্রথম প্রকার।

* হস্তমৈথুন করে বীর্যপাত হলে রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং কাযা আদায় করতে হবে।
রদ্দুল মুহতার ২/৪০১ রোযা অধ্যায়, যেসব কারণে রোযা ভঙ্গ হয় এবং যেসবা কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না পরিচ্ছেদ।

সেসব কারণে রোযা ভেঙ্গে যায় এবং কাযা, কাফ্ফারা উভয় করতে হয়

* রোযাবস্থায় স্ত্রী সহবাস করলে দুজনেরই রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং উভয়ের উপরই কাযা কাফ্ফারা আদায় করতে হবে।
আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/২০৫ রোযা অধ্যায়, রোযা অধ্যায়, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয় প্রকার।

* কোন স্বামী ক্ষতিসাধনের হুমকি দিয়ে জোরপূর্বক স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে অথবা স্ত্রী জোরপূর্বক স্বামীর সাথে সহবাস করলে উভয়ের রোযা ভেঙ্গে যাবে। তবে যে জোরপূর্বক করেছে তার জন্য কাযা কাফ্ফারা দিতে হবে, অন্যের জন্য কাযা আদায় করতে হবে।
আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/২০২ রোযা অধ্যায়, রোযা অধ্যায়, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, প্রথম প্রকার।

* ইচ্ছাকৃতভাবে কোন কিছু খেলে বা পান করলে তার উপর কাযা কাফ্ফারা আদায় করতে হবে।
আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/২০৫ রোযা অধ্যায়, রোযা অধ্যায়, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয় প্রকার।

* গীবত করে রোযা ভেঙ্গে গেছে মনে করে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন কিছু খেলে বা পান করলে তার জন্য কাযা কাফ্ফারা আদায় করতে হবে।
আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/২০৬ রোযা অধ্যায়, রোযা অধ্যায়, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয় প্রকার, কতিপয় মাসায়েল।

* মেসওয়াক করার দ্বারা কণ্ঠনালীতে থুথু চলে যাওয়ার কারণে রোযা ভেঙ্গে গেছে মনে করে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন কিছু খেলে বা পান করলে কাযা কাফ্ফারা উভয় আদায় করতে হবে।
আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/২০৬ রোযা অধ্যায়, রোযা অধ্যায়, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয় প্রকার, কতিপয় মাসায়েল।

* একই রমযানে একাধিক রোযা নষ্ট করলে একটি কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। তবে একাধিক রমযানে রোযাগুলো নষ্ট করলে ইমাম মুহাম্মাদ রহ এর মতে একটা কাফ্ফারা আদায় করলেই যথেষ্ট হবে।
আদ্দুররুল মুখতার ২/৪১৩ রোযা অধ্যায়, যেসব কারণে রোযা ভঙ্গ হয় এবং যেসবা কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না পরিচ্ছেদ।

সেসব কারণে রোযা ভাঙ্গা জায়েয আছে

* রোযাবস্থায় সফর করলে রোযা ভেঙ্গে ফেলতে পারবে। পরবর্তীতে কাযা আদায় করতে হবে।
আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/২০৬ রোযা অধ্যায়, পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

* রোযাদার ব্যক্তির অসুস্থতার দরুন অধিক পরিমাণ ক্ষতির আশংকা হলে রোযা ভাঙ্গতে পারবে। পরবর্তীতে কাযা আদায় করতে হবে।
আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/২০৭ রোযা অধ্যায়, পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

* গর্ভধারিনী বা দুধপায়ী নিজের বা সন্তানের ক্ষতির আশংকা দেখলে রোযা ভাঙ্গতে পারবে এবং কাযা আদায় করতে হবে।
আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/২০৭ রোযা অধ্যায়, পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

* রোযাবস্থায় হায়েয বা নেফাস হলে রোযা ভেঙ্গে ফেলবে। পরবর্তীতে কাযা আদায় করবে।
রোযাবস্থায় অধিক ক্ষুধা বা পানির পিপাসা লেগে প্রবল ক্ষতির আশংকা হলে রোযা ভাঙ্গতে পারবে এবং কাযাও আদায় করতে হবে।
আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/২০৭ রোযা অধ্যায়, পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

* বার্ধক্যজনিত কারণে রোযা ভাঙ্গতে পারবে। যদি তার রোযা থাকার শক্তি না থাকে, তবে সে প্রতিদিন মিসকিন কে খাওয়াবে।
আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/২০৭ রোযা অধ্যায়, পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সহকারী মুফতী, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ,
গফুর ভিউ, এ/১৫৫৫, রাজাখালী, চাক্তাই, চট্টগ্রাম
১৬ রজব ১৪৩৭ হিজরী, ২৪ মে ২০১৬ ঈসায়ী
সময় : ৪ : ২৬ মিনিট